একটি স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক আদর্শ গণতান্ত্রিক দল

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

একটি স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক আদর্শ গণতান্ত্রিক দল

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

প্রকাশনা বিভাগ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

একটি স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক আদর্শ গণতান্ত্রিকদল

- আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

প্রকাশক
অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪/১, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রকাশকাল
মে- ২০০৭
বৈশাখ -১৪১৪
রবিউস সানি - ১৪২৮

কম্পোজ
সফটেক কম্পিউটার

মূল্য : নির্ধারিত ১২ .০০ (বার) টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন। এ দলই ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজ সংশোধন, পুনগর্ঠন এবং আল্লাহভীরু, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব কায়েমের জন্য গণতান্ত্রিক পন্থায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জামায়াত একটি কল্যাণধর্মী, স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চায়। আর এজন্য জামায়াত এদেশের গণমানুষের সমর্থন পাবার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জামায়াত বিশ্বাস করে ইসলামী আদর্শ জোর করে জনগণের উপর চাপাবার কোন বিষয় নয়। বরং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমেই ইসলামের সত্যিকার বিজয় সম্ভব।

বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে কয়েকটি বিষয় বেশ জোরেশোরেই আলোচিত হচ্ছে, তাহলো- রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং সৎ নেতৃত্ব। বিশেষ করে ওয়ান ইলিভেন এর পর থেকে বিষয়গুলো সর্বমহলে প্রাধান্য পেয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান ব্যাখ্যা করে দলের সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে ৩টি নিবন্ধ লিখেন যা দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়। নিবন্ধ ৩টিতে একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক দলের পরিচয়, সৎ নেতৃত্ব, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে জামায়াতের নেতা-কর্মীসহ সর্বস্তরের জনগণকে বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত করা জরুরী মনে করছি। আর এ তাগিদ থেকেই নবন্ধ ৩টি সংকলন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো।

আমার বিশ্বাস, নেতা-কর্মীসহ সকল পাঠক-পাঠিকা বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন।

তাসনীম আলম

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনন্য দৃষ্টান্ত

সম্প্রতি রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে বেশ আলোচনা পর্যালোচনা হচ্ছে। আলোচনা হচ্ছে রাজনীতিবিদদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততার প্রশ্নে। আর এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই যে, রাজনীতিবিদরাই দেশ শাসন করেন। সে কারণেই তাদের সততার উপরই দেশের উন্নতি-অগ্রগতি নির্ভর করে। জনগণও স্বস্তি-শান্তিতে বসবাস করতে পারেন। বাংলাদেশের জনগণ এটা গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, নির্বাচনের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয় কোন দল বা কোন রাজনীতিবিদরা দেশ পরিচালনা করবে।

জনগণের ভোটে যদি সৎ, যোগ্য অর্থাৎ ভালো রাজনীতিবিদরা বিজয়ী হন তাহলে দেশ ভালোভাবে চলবে। আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে জনগণের ভোটে ভালো রাজনীতিবিদ বা দল বা জোট বিজয়ী হতে না পারে তাহলে দেশ ভালোভাবে চলতে পারবে না। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে যত নীতিবাক্য প্রচার করা হোক না কেন। তাহলে এটা যুক্তিগ্রাহ্য ও স্পষ্ট কথা যে সুশাসনের জন্য বা কল্যাণ রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য সৎ, যোগ্য রাজনীতিবিদদের দলের বিকল্প নেই। এ জন্য সৎ, যোগ্য, কর্তব্যনিষ্ঠ দলের একান্ত প্রয়োজন। শান্তিপ্রিয় কল্যাণকামী জনগণের সেটাই দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা।

জনপ্রত্যাশার এ মুহূর্তে আমি বাংলাদেশের সকলের অবগতির জন্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের একটি উজ্জ্বল ও ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা দায়িত্ব মনে করছি। অত্র নিবন্ধে জামায়াতে ইসলামী

www.pathagar.com

বাংলাদেশের আয়ের উৎস পদ্ধতি এবং ব্যয়ের খাত ও স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা সম্পর্কে বাস্তবধর্মী কয়েকটি দিক তুলে ধরছি। আমাদের দেশে সত্যানুরাগী লোকের অভাব নেই, কিন্তু সত্যানুসন্ধানী লোকের দারুন অভাব। যাকে আমরা ভালো মনে করি না, তার ভালোটাও আমরা খারাপ চোখে দেখি। আর যাকে ভালো মনে করি তার খারাপটাও আমরা ভালো বলে চালিয়ে দিয়ে থাকি। আশা করি এ অনাকাঙ্ক্ষিত ধাবমান স্রোত থেকে মুক্ত হয়ে অত্র নিবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে দেখা হবে।

কোন নাগরিকের জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার পরেই তাকে এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয় যে, দলকে এবং দেশকে দিতে হবে- দল থেকে পাওয়ার চিন্তা বা বিত্ত-বৈভব বাড়ানোর চিন্তা করে লাভ হবে না। রাজনীতি বা আন্দোলন নিজের ভাগ্য গড়ার জন্য নয়- দেশ, জাতি ও জনগণকে কিছু দেয়ার জন্য। অর্থাৎ দলে এসে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, ভোগ করা যাবে না। জামায়াতের প্রতিটি সদস্য, কর্মী ও সহযোগী সদস্যকে (নারী ও পুরুষ) জামায়াত ত্যাগ স্বীকারের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। সময়, আরাম-আয়েশ, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ত্যাগী হওয়ার জন্য বলে। ফলে যাত্রাপথেই জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাইবোনদের একটি সুন্দর মানসিকতা গড়ে উঠে।

একটি দলকে পরিচালনার জন্য, সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বোপরি দেশ ও জাতির সেবা করার জন্য নিঃসন্দেহে অর্থের প্রয়োজন। যদি নিয়মিত আয়ের উৎস না থাকে তাহলে এ অর্থ কোথা থেকে যোগান দেয়া হবে? যদি দলের কাছে এর স্পষ্ট জবাব না থাকে তাহলে অবশ্য সে দলকে অদৃশ্য উৎস থেকে আয়ের চিন্তা করতে হবে। আর অদৃশ্য উৎস কখনও বা সাধারণত ন্যায়ানুগ হয় না। সেক্ষেত্রে স্পষ্টতা থাকে না। সে জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এ বিষয়টিকে প্রথম থেকেই স্পষ্ট করে নিয়েছে। জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট জনবলই আয়ের উৎস। নিয়মিত খরচ বহনের জন্য নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা আছে। এককালীন খরচ বহনের জন্য এককালীন আয়ের ব্যবস্থা আছে।

www.pathagar.com

নিয়মিত আয়ের উৎসগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক) সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত আয়

জামায়াতে ইসলামীর শপথপ্রাপ্ত সদস্যগণ (নারী-পুরুষ) প্রতিমাসে তাদের নিয়মিত আয়ের কমপক্ষে ৫% ভাগ জামায়াতের তহবিলে জমা দিয়ে থাকেন। গ্রাম সংগঠন, ইউনিয়ন সংগঠন, উপজেলা সংগঠন যেখানেই সদস্যগণ (নারী-পুরুষ) সংশ্লিষ্ট সেখানেই তারা প্রতিমাসে এ অর্থ জমা দেন।

জামায়াতের কর্মীগণ কমপক্ষে তাদের নিয়মিত আয়ের প্রায় ৩% একই পদ্ধতিতে জমা দিয়ে থাকেন।

খ) সক্রিয় সহযোগী সদস্য

তারাও তাদের সামর্থ অনুযায়ী জামায়াতের তহবিলে অর্থ কুরবানী করে থাকেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, তাদের এ ত্যাগ বা দান স্বতঃস্ফুর্ত। কারণ, নিয়মিত Motivation-এর কারণে তারা দল করেন দেশ-জাতি ও জনগণের সেবা করার জন্যই। জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ভাইবোনকে এ বিশ্বাসে দৃঢ় করা হয় যে, এ পৃথিবীটা খুবই অল্প সময়ের জন্য। চিরন্তন জীবন হচ্ছে আখিরাতের জীবন। এখানে কিছু পাওয়া না পাওয়ার উপর জীবনের সফলতা ব্যর্থতা নির্ভর করে না। আখিরাতের পুরস্কারই হচ্ছে জীবন সাফল্যের মাপকাঠি। ত্যাগেই আনন্দ, দেশ ও জনগণের সেবাতেই প্রশান্তি। মহান রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহ তায়ালা এতেই সন্তুষ্ট। আর এ সন্তুষ্টিই হচ্ছে জীবন সাধনার সফল প্রাপ্য। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই জামায়াতের ভাইবোনেরা আনন্দের সাথে অর্থ সম্পদ কুরবানী করে থাকেন।

বর্তমানে এ ধরনের জনবলের সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। স্থানীয় সংগঠনে তারা যে দান করেন সে জন্য পাকা রশিদ দেয়া হয়। প্রতিটি স্থানীয় সংগঠনে ক্যাশ বই লেজার বই আছে। যেখানে আয়ের উৎস ও পরিমাণ নিয়মিত রেকর্ড করা হয়। কেন্দ্রীয় সংগঠনের নিয়মিত আয়ের উৎস কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত জনবলের। আমীরে জামায়াত থেকে শুরু

www.pathagar.com

করে সকল নেতৃবৃন্দ তাদের মাসিক আয়ের কমপক্ষে ৫% কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দিয়ে থাকেন। এ জন্য তাদেরকেও পাকা রশিদ দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় সংগঠনের অপর আয়ের উৎস হচ্ছে, অধস্তন সংগঠন থেকে অর্থাৎ জেলা সংগঠন থেকে প্রাপ্ত অর্থ। এ জন্য জেলা সংগঠনকে পাকা রশিদ দেয়া হয়। এককালীন খরচের জন্য জামায়াতে এককালীন আয়ের ব্যবস্থা আছে। উল্লেখিত জনবলই প্রকৃত আয়ের প্রকৃত উৎস। তবে অবস্থা ভেদে কোন কোন শুভাকাঙ্খি স্বেচ্ছায় জামায়াতের তহবিলে কখনও কখনও দান করে থাকেন। তাদেরকেও রশিদ দেয়া হয় এবং পূর্বের নিয়মেই ক্যাশবহিতে রেকর্ড করা হয়। নির্বাচনের জন্য জামায়াত ২০০৬ সালে এককালীন আয় হিসাবে নিজস্ব জনবল থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছে। এ জন্য জামায়াতের নামে কুপনও ছাপানো হয়েছে। সদস্য, কর্মী ও সক্রিয় সহযোগী সদস্যদের (নারী-পুরুষ) নিকট আবেদন করা হয়েছিল, তারা যেন কমপক্ষে তাদের এক মাসের আয়ের সমপরিমাণ টাকা নির্বাচন তহবিলে দান করেন। তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, এক মাসের আয়ের সমপরিমাণ টাকা কয়েক কিস্তিতে দিলেও চলবে। মহান আল্লাহর প্রতি অবনতচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই যে, কর্মী ভাইবোনেরা এ অনুরোধে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছেন। ভাইবোনদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। অনেকে একাধিক মাসের সমপরিমাণ অর্থও দান করেছেন। এ এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। এ ধরনের ভাইবোনদের নিয়ে পরিচালিত দলের একজন দায়িত্বশীল হিসেবে সত্যিই প্রশান্তি অনুভব করি। বিত্ত-বৈভবের অহংকার আমাদের কাম্য নয়। কিন্তু এ ধরনের দলের একজন হতে পারাটা নিঃসন্দেহে আমাদের গর্ব। এখানেও স্বচ্ছতার রেকর্ড আছে। তারা যখন কেন্দ্রে এ অর্থ জমা দিয়েছে তখনই রশিদ দেয়া হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় সংগঠন থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত কখন, কোথা থেকে কত টাকা পাওয়া গিয়েছে সে রেকর্ড সংরক্ষিত আছে এবং থাকে।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। এক্ষেত্রেও কঠোর নিয়ম অনুসরণ করা হয়। যেমন কোন নেতার হাতে অর্থাৎ আমীর/সভাপতির হাতে টাকা জমা থাকতে পারে না। ক্যাশিয়ারের তত্ত্বাবধানে টাকা জমা থাকবে। হিসাব রক্ষক হিসাব সংরক্ষণ করবেন। নেতা অনুমোদন করবেন, হিসাব রক্ষক নিয়মমাফিক প্রক্রিয়া করবেন এবং ক্যাশিয়ার টাকা দেবেন।

www.pathagar.com

অর্থাৎ অনুমোদন কর্তৃপক্ষের হাতে টাকা থাকবে না। আবার টাকা যার হাতে থাকবে তিনি অনুমোদন ব্যতিরেকে খরচ করতে পারবেন না। এভাবে চেক এন্ড ব্যালান্সের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এক ব্যক্তির হাতে টাকা কুক্ষিগত রাখার কোন সুযোগ নেই। তারপরও জামায়াত এতটুকু ব্যবস্থাকে যথেষ্ট মনে করে না। সে জন্য আরও ৪টি প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক করেছে। যেমন :

(১) নিয়মিত হিসাব পেশ ও পর্যালোচনা করা। কেন্দ্র থেকে অধস্তন পর্যন্ত বায়তুলমাল কমিটি আছে। এ কমিটি মাসে কমপক্ষে একবার আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা করে থাকে। কেন্দ্রের হিসাব-নিকাশ বছরে একবার কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরায় পেশ করা হয়। সদস্যদেরকে স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়। এভাবে আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করে নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জেলা সংগঠনকে জেলা মজলিশে শূরার সদস্য সম্মেলনে আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করতে হয় ও অনুমোদন করে নিতে হয়। টাকা কোথা থেকে আসলো-কোথায় গেল, তা অন্ধকারে রাখার কোন সুযোগ নেই।

(২) আয়-ব্যয়ের যথার্থতা নিরুপণের জন্য নিয়মিত অডিটের ব্যবস্থা আছে। এ জন্য কেন্দ্রে অডিট টীম আছে। এ টীমও কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার গঠন করে দেয়া। এ টীম স্বাধীনভাবে সারাদেশে আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট করে থাকে। কারো হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই। অডিট টীমের অডিটর সরাসরি কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরায় অডিট রিপোর্ট পেশ করেন। জেলা ও থানা পর্যায়েও এভাবে অডিটর নিয়োগ করে অডিটের ব্যবস্থা আছে।

(৩) বছরের শুরুতেই বাজেট তৈরী করা হয়। কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা কেন্দ্রীয় বাজেট পাস করে। একইভাবে জেলা ও থানা মজলিশে শূরা নিজ নিজ বাজেট পাস করে। সারা বছর এ বাজেটের আলোকেই ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ হয়ে গেলে তা আবার সংশ্লিষ্ট মজলিশে শূরা থেকে পাস করিয়ে নিতে হয়। অনুমোদন দেয়ার না দেয়ার এখতিয়ার মজলিশে শূরার আছে।

(৪) অডিটে বা সার্বিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যদি কোথাও ত্রুটি ধরা পড়ে অর্থাৎ আত্মসাৎ বা অপব্যবহার প্রমাণিত হয় তাহলে সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেয়ার

www.pathagar.com

ব্যবস্থা আছে। এক্ষেত্রে কারও মুখের দিকে বা পরিচয়ের দিকে তাকানো হয় না। যিনিই হন তাকে দলীয় গঠনতান্ত্রিক বিচারের সম্মুখীন হতেই হবে। যেমন- ক) আত্মাসৎ বা অপব্যবহারের সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে হবে। খ) পদচ্যুতি ঘটবে গ) সদস্য পদ বাতিল হবে বা দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। অপরাধের মাত্রা বুঝে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়। আয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ নিয়মিত/এককালীন আয় আছে তেমন ব্যয়ের ক্ষেত্রেও আছে।

নিয়মিত ব্যয়ের খাতগুলো নিম্নরূপ ঃ

- ❖ অফিস ভাড়া
- ❖ কর্মচারী বেতন
- ❖ বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল
- ❖ টেলিফোন বিল
- ❖ যাতায়াত খরচ
- ❖ জ্বালানি খরচ
- ❖ বৈঠকাদি
- ❖ আপ্যায়ন
- ❖ প্রচার (প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি)
- ❖ দাওয়াতী কাজ (সাধারণ সভা সমাবেশ)
- ❖ অফিস সরঞ্জামাদি ইত্যাদি খাতসমূহ

এককালীন বা বিশেষ খরচের খাত

- ❖ ষান্মাসিক/বার্ষিক সম্মেলন
- ❖ পোস্টার ও লিফলেট
- ❖ মিছিল
- ❖ বড় ধরনের সমাবেশ
- ❖ আসবাবপত্র ক্রয়
- ❖ নির্বাচন (জাতীয় ও স্থানীয়) ইত্যাদি খাতসমূহ

www.pathagar.com

যে কোন খরচের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তগুলো মেনে চলা বাধ্যতামূলক

১। খরচ অবশ্যই অনুমোদিত বাজেটের মধ্যে হতে হবে।

২। খরচের পর ভাউচার জমা দিতে হবে। নতূবা খরচ অনুমোদন হবে না।

৩। সংগঠনের অর্থ বা সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যায় না। সংগঠনের টেলিফোন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করলে (যিনিই করুন) তার বিল দিতে হবে। তেমনি গাড়ি ব্যবহার করলে জ্বালানি খরচ, টোল ভাড়া, ফেরীভাড়া ইত্যাদি দিতে হয়। এজন্য একটি নীতিমালা করে দেয়া আছে। যা হুবহু অনুসরণ করা হয়।

খরচ নির্বাহের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা হয়। যে কর্মীর হাত দিয়ে খরচ হয় তিনি কখনও এর থেকে আর্থিক সুযোগ গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ কন্ট্রাক্টরের মত মার্জিন বা কমিশন রেখে বিল জমা দেন না। সংগঠনের কাজের বিনিময়ে আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হতে হবে, এ মানসিকতা থেকে আল্লাহর রহমতে সদস্য কর্মীগণ মুক্ত।

www.pathagar.com

দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষিত সত্যনিষ্ঠ দল

২০০৫ সাল থেকে সৎ নেতৃত্ব, সৎ প্রার্থীর নির্বাচন ইত্যাদি কথাগুলো বেশ চালু হয়ে আসছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক সচেতন মহলের নিকট এ কথাগুলো বেশী আলোচনা-পর্যালোচনা হয়ে আসছে। ব্যক্তিগতভাবে, গোলটেবিলে, ওয়ার্কশপে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিভিন্ন টকশোতে, পত্র-পত্রিকায় যেন আলোচনার জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও অনেক আগে থেকেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সৎলোকের শাসন কথাটি খুব দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করে আসছে। কিন্তু অনেকেই পাশ কাটিয়ে গেছেন বা গুরুত্ব দেননি। তবে এখন যে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই একটি শুভ লক্ষণ।

প্রশ্ন হলো সৎলোক, সৎ নেতৃত্ব বা সৎপ্রার্থী বলতে কী বোঝায়? সাধারণ এবং স্বাভাবিক অর্থে সৎ পথে যারা আয় রোজগার করেন এবং সৎ পথে তা ব্যয় করেন তাদেরকেই বোঝায়। কিন্তু সৎ শব্দটি নেতৃত্বের সাথে জড়িত হওয়ার কারণে এত সীমিত অর্থ যথেষ্ট নয়। এর রয়েছে ব্যাপক এবং গভীর মমার্থ। আমি সে ব্যাপারেই কিছু আলোকপাত করছি। আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণ বিষয়টি তলিয়ে দেখবেন।

সততার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

- ❖ বৈধ বা হালাল পথে আয় করা এবং বৈধ বা হালাল পথে ব্যয় করা। অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে অবৈধ বা হারাম পথ বর্জন করা।
- ❖ ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার করা। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই ক্ষমতার অপব্যবহার না করা। আর এটা হলে সাধারণ নিরীহ মানুষ পাবে ন্যায় বিচার, দুষ্ট বা অপরাধপ্রবণ লোকেরা পাবে না কখনও অবাধ লাইসেন্স।

www.pathagar.com

❖ ওয়াদা বা শপথ রক্ষা করা। ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, জাতীয় জীবনে, পেশাগত দায়িত্ব পালনে যে কোন নাগরিককে কোন না কোন প্রকারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়াদা বা শপথ করতে হয়। নিষ্ঠার সাথে এ শপথ বা ওয়াদা রক্ষা করা সততার এক বড় দৃষ্টান্ত। এ শপথ লঙ্ঘন করে কখনও সততার দাবী করা যায় না। এ জন্য ইসলমী বিধানে ওয়াদা বা শপথ রক্ষা করার ক্ষেত্রে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পিতা-মাতা যদি সন্তানের নিকট কোন ওয়াদা করেন সেটাকেও রক্ষা করতে বলা হয়েছে। এমনকি অন্যায় ওয়াদাও যদি করা হয় তাহলে সে ওয়াদা যেমনি বৃহত্তর ক্ষতির আশঙ্কায় রক্ষা করা যাবে না তেমনি ওয়াদা লঙ্ঘণের কারণে কাফফারা দিতে বলা হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট হয়ে যে, জাতীয় জীবনের ওয়াদা বা শপথ ভঙ্গ করা এক বড় ধরনের দুর্নীতি। নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়ে কোন নাগরিক যখন শপথ ভঙ্গ করেন তখন তার পরিণতি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। তিনি যদি দলের নেতা হন আর দলের সংবিধান বা গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করেন তাহলে দলটি বড় ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে পারে। আবার তিনি যদি জাতীয় নেতা হন এবং সংবিধান লঙ্ঘন করেন তাহলে জাতি বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। এখানে একটি কথা স্পষ্ট করে বলে নিতে চাই যে, নেতা বা নেতৃত্ব শব্দটি শুধু রাজনৈতিক অঙ্গনের জন্যই প্রযোজ্য নয়। যে কোন পেশাগত দায়িত্বশীল, নেতা বা নেতৃত্বের এ সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন।

❖ স্বজনপ্রীতিও দুর্নীতির মধ্যে পড়ে। দলীয় লোকদেরকে পক্ষপাতমূলক সুযোগ দেয়াটা যেমনি দুর্নীতি তেমনি আত্মীয়-স্বজনকেও পক্ষপাতমূলক সুযোগ দেয়াটাও দুর্নীতি। উভয় প্রকার স্বজনপ্রীতি থেকে মুক্ত থাকাটাই হচ্ছে সততার দাবী।

❖ সততার আর একটি মাপকাঠি হচ্ছে তদবির মুক্ত হওয়া। নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে, পদায়নের ক্ষেত্রে, স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, পদোন্নতির ক্ষেত্রে বা অন্য যে কোন সুযোগ-সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

তদবির থেকে মুক্ত থাকাটা সততার দাবী। নতুবা ন্যায্য অধিকার থেকে নাগরিক বঞ্চিত হতে পারে অথবা কেউ অবৈধ সুযোগ লাভ করতে পারে। তদবিরের জোরে কৃতকার্য ব্যক্তি অকৃতকার্য ব্যক্তির তালিকায় চলে যেতে পারে আবার অকৃতকার্য ব্যক্তি কৃতকার্য ব্যক্তির তালিকায় চলে যেতে পারে। যা অবশ্যই বড় ধরনের অত্যাচার এবং বড় ধরনের দুর্নীতি।

❖ নীতিবোধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড সততার দাবী। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি নীতিবোধ বা বিবেকবোধ আছে। এই বিবেকবোধ বা নীতিবোধ সহজাত এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ পরিপুষ্ট। কেউ যদি এলকোহলিক পানীয় পান করে এবং তারপর স্ত্রীর কাছে অথবা মা-বাবার কাছে, সন্তানের কাছে, সহযাত্রী বা সমাজের মানুষের কাছে গোপন রাখে তাহলে বুঝতে হবে তিনি নীতিবোধ বা বিবেকবোধের দ্বারা তাড়িত। এরপরও যদি তিনি অবলীলাক্রমে এলকোহলিক পানীয় পান করা অব্যাহত রাখেন তাহলে তিনি তার নীতিবোধ বা বিবেকবোধের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। এ বিশ্বাসঘাতকতা এক ধরনের দুর্নীতির মধ্যে পড়ে। এহেন দুর্নীতিতে আবদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে সৎ নেতৃত্ব উপহার দেয়া আলটিমেটলি সম্ভব নয়। কারণ এ বিশ্বাস ভঙ্গ থেকে যদি তিনি ফিরে না আসেন তাহলে একদিন তিনি অবৈধ বিত্ত-অর্জনেও দ্বিধাবোধ করবেন না।

❖ কথা ও কর্মে সামঞ্জস্য সততার বড় মাপকাঠি। বক্তব্য-বিবৃতি, লেখনি, দলীয় কর্মসূচি, নির্বাচনী মেনিফেস্টো, প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে যতই মুখরোচক সুন্দর সুন্দর কথা থাকুক না কেন, যদি সে অনুযায়ী কর্মসম্পাদন করা না হয় তাহলে তা একদিকে যেমন ধোকবাজির মধ্যে পড়ে তেমনি তা অসততার মধ্যেও পড়ে। এ জন্য ইসলামী নীতিমালায় অত্যন্ত কঠোর ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, কথা ও কর্মের অসামঞ্জস্য একটি বড় ধরনের অপরাধ। এতে আল্লাহ রুষ্ট হন।

www.pathagar.com

এভাবে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সততা বা সৎ নেতৃত্ব এক ব্যাপক অর্থবোধক বিষয়। সৎ নেতৃত্বের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হলে এ মাপকাঠিতেই উত্তীর্ণ হওয়া বোঝায়। কোন পরিবারের সন্তানদের যদি সৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হয় তাহলে শুরু থেকেই এ আলোকে মুটিভেশন দিতে হবে। তদরূপ কোন দল যদি তার কর্মীদেরকে সৎ কর্মী হিসেবে পেতে চায় এবং একই সঙ্গে সে দলটি যদি জাতিকে সৎ নেতৃত্ব উপহার দিতে চায় তাহলে অবশ্যই দলের মধ্যে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মুটিখেশন ও প্রতিটি ব্যক্তিকেই এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে এর আলোকেই মূল্যায়ন করতে হবে। প্রত্যেককে ত্যাগী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দল করলে চাকরি দেয়া হবে, ব্যবসায় সুযোগ করে দেয়া হবে, বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের পথ খুলে দেয়া হবে, অপরাধ করলেও প্রশাসনিক আনুকূল্যে রেহাই দেয়া হবে ইত্যাদি কথা বলে যদি লোকদেরকে দলে টানা হয়, তাহলে সে দলের লোকেরা কিছুতেই নিঃস্বার্থভাবে দেশ, জাতি ও জনগণের সেবায় এগিয়ে আসবে না। বরং দল থেকে শুধু পেতে চাইবে। নাই নাই, খাই খাই বলে দলে অস্থির পরিবেশের জন্ম দেবে।

যারা দেশে সৎ রাজনৈতিক দল চান বা সৎ নেতৃত্ব জাতিকে উপহার দিতে চান তাদেরকে বর্তমান দলগুলোকে এভাবেই মূল্যায়ন করতে হবে। অন্ধ বিশ্বাস, ধারণা বা বিদ্বেষ দিয়ে মূল্যায়ন করলে সুবিচার করা হবে না। অন্যদিকে কেউ যদি নতুন দল করতে চান বা নতুন দলকে স্বাগত জানাতে চান তাহলে সততার উপরিউক্ত মাকাঠিতেই তা করতে হবে নতুবা সব আয়োজন ও উদ্যোগ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বে।

একটি দৃষ্টান্ত

এ প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের একটি পরিচিতি তুলে ধরতে চাই। সততার উপরিউক্ত মাপকাঠিতে সম্মানিত পাঠক সমাজকে জামায়াতে ইসলামীকে মূল্যায়ন করতে অনুরোধ করবো।

জামায়াত অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে একদিকে যেমন সৎলোকের শাসন কামনা করে অন্যদিকে সরকার গঠন করতে পারলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে

www.pathagar.com

বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করে। বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকই জামায়াতে ইসলামী করতে পারে। যেকোন বয়সের, যেকোন ধর্মে বিশ্বাসী লোককে আমরা আমাদের দলে স্বাগত জানাই। এক্ষেত্রে কোন সংকীর্ণতা বা কৃত্রিম কোন বাঁধা নেই। কিন্তু দলের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব যাদের ওপর পড়বে তাদেরকে দায়িত্বের পরিধি অনুযায়ী মান উন্নত করতে হবে। জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট জনবলকে আমরা বাস্তবতার আলোকে চারভাগে ভাগ করতে পারি। বা চারটি ধাপে বিভক্ত করতে পারি।

(১) সহযোগী সদস্য বা সমর্থক

যারা জামায়াতের আদর্শ ও কর্মসূচিকে নীতিগতভাবে সমর্থন করে জামায়াতে যোগদান করেন তাদেরকে আমরা সহযোগী সদস্য বা সমর্থক বলে থাকি। আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতকে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তায় না। ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তাদেরকে আমরা অব্যাহতভাবে ভালোটা গ্রহণ করা এবং মন্দটা পরিহার করার অনুরোধ জানাই। ফলে তাদের মধ্যে ভালোর পক্ষে এবং মন্দের বিপক্ষে একটি চেতনার জন্ম হয়। অর্থাৎ ভালোকে ভালো এবং মন্দকে মন্দ হিসেবে চেনার একটা যোগ্যতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে। যা একদিকে দলের শক্তি বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে, অন্যদিকে জাতীয় জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতেও সাহায্য করে।

(২) কর্মী

দলের নিয়মিত-অনিয়মিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যারা যথাসম্ভব চেষ্টা করেন বা সহযোগিতা করেন তাদেরকে কর্মী বলা হয়। এ ধরনের ভাইবোনেরা আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও কাজের মাধ্যমে জামায়াতের লোক বলে পরিচিতি লাভ করেন। ফলে কোন না কোন ভাবে তাদের মাধ্যমেও জনগণের সামনে জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব হয়ে থাকে। তাদের মাধ্যমে যাতে জামায়াতের ভুল প্রতিনিধিত্ব না হয় সে জন্য জামায়াত যত্ন নিয়ে থাকে। সত্য কথা বলা, ওয়াদা রক্ষা করা, কারো ক্ষতি না করা, ভালো ব্যবহার করা, নামাজে নিয়মিত হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়। আর এ জন্য নিয়মিত বৈঠক, ইসলামী ও অন্যান্য ভালো বই অধ্যয়ন, দল ও অন্যের জন্য কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করা, অন্যদেরকে ভালো

www.pathagar.com

কাজে উদ্বুদ্ধ করা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা ইত্যাদি কাজে অভ্যস্ত করে তোলা হয়। ফলে গোটা পরিবেশটাই ভালোর পক্ষে, মন্দের বিপক্ষে গড়ে ওঠে।

(৩) সদস্য (রুকন)

সদস্যগণই সাধারণত আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণের সামনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। সে জন্য তাদেরকে সৎ, চরিত্রবান, দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে জামায়াত পুরোপুরি যত্নবান হয়। জামায়াত কোন কর্মীকে তখনই সদস্যের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে যখন সে কর্মী নিম্নোক্ত গুণাবলীতে ভূষিত হতে সক্ষম হন।

(ক) কুরআন, হাদীস, সমাজবিজ্ঞান, আন্দোলন ও সংগঠন, দেশ, জাতি, বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য সুনির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা অধ্যয়ন করা।

(খ) ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা।

(গ) সকল প্রকার অপরাধমূলক কাজ থেকে মুক্ত থাকা।

(ঘ) নিষ্ঠার সাথে শপথ বা ওয়াদা রক্ষা করা। শুধু সংগঠনের সাথেই ওয়াদা নয়, পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, সহকর্মী, সমাজের অন্য সকলের প্রতি কৃত ওয়াদা রক্ষা করা।

(ঙ) আয়-রোজগার বৈধ হওয়া। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই একক পদর্পক অর্থও অবৈধভাবে উপার্জন না করা। এ জন্য Cut your coat according to your cloth এই নীতিমালারভিত্তিতে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করা। এ জন্য জীবনকে সহজ-সরলভাবে পরিচালনা করা অপরিহার্য কর্তব্য। জামায়াত তার প্রত্যেক সদস্যকে বিয়ে-শাদি ইত্যাদি পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে সামর্থ্যের দিকে খেয়াল রাখতে তাকিদ দেয়। কারণ লৌকিকতা অনেক সময় মানুষকে অবৈধ উপার্জনে অন্যায় উৎসাহ দিয়ে থাকে। কোন সদস্য ভাইবোন যদি ঋণগ্রস্ত হন তাহলে ঋণ পরিশোধের জন্য জামায়াত তাকে সময় সময় দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

www.pathagar.com

(চ) নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন জামায়াত সদস্যদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি ব্যক্তির তার সংসারের প্রতি অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, মা-বাবা সকলের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। তদরূপ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, দলের প্রতি, সর্বোপরি দেশ ও জাতির প্রতি রয়েছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। এহেনও দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সদস্য হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত। অর্থাৎ সন্তানদেরকে সৎ, যোগ্য, চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, মায়ের হক, পিতার হক আদায় করা, স্ত্রীর হকের প্রতি যত্নশীল হওয়া, সর্বোপরি নিজ ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে দেশ ও জাতির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া সদস্যর গুণাবলীর প্রয়োজনীয় দিক।

(ছ) বলতে গেলে, একটি দলের প্রাণ হচ্ছে শৃঙ্খলা ও আনুগত্য। যা সিদ্ধান্ত হবে তা সবাই মেনে নেবে। শুধু তাই নয় সিদ্ধান্তের পক্ষে সবাই কথা বলবে। সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যদি কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকে তা দলের নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় দূর করবে। কেউ যথেচ্ছাচার হবে না। আর সিদ্ধান্ত মানতে হলে সিদ্ধান্ত বুঝতে হবে এবং নিষ্ঠার সাথে সামর্থ অনুযায়ী তা বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালাবে। অন্যদিকে পরস্পরের সাথে থাকবে ভ্রাতৃত্ব এবং নেতৃত্বের প্রতি থাকবে শ্রদ্ধা, কর্মীদের প্রতি থাকবে ভালবাসা। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের চেয়ে দলের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা পূরণই হবে সকলের দৃষ্টিভঙ্গি। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সদস্য ভাইবোনদেরকে এসব সাংগঠনিক আচরণ অনুসরণ করে চলতে হয়।

(জ) লোকটা ভাল না মন্দ অথবা দলটা খারাপ না ভালো তা নির্ভর করে লোকটির ব্যবহার বা দলের আচরণের উপর। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এ দৃষ্টিভঙ্গিতে তার সদস্যদের ব্যবহারিক জীবন পরিচর্যা করে। অহংকারের পরিবর্তে বিনয়, ক্রোধের পরিবর্তে নম্রতা, হিংসার পরিবর্তে ক্ষমা, অস্থিরতার পরিবর্তে ধৈর্য্য, উত্তেজনার পরিবর্তে সোম্যশান্ত ইত্যাদি গুণাবলী সদস্যদের মধ্যে সংরক্ষণ করে থাকে।

(ঝ) "তোমার নিজের জন্য যা পছন্দ কর, তোমার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ কর।" - রাসূল (সা.) এর এ পবিত্র নির্দেশ জামায়াতের সদস্যগণ পালন করার চেষ্টা করেন। স্বার্থপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যের কল্যাণ

www.pathagar.com

কামনাকে অগ্রাধিকার দেন। একের সুখে-দুখে, ব্যথা-বেদনায় অপরের সাথী হবার চেষ্টা করেন। অনেক বড় বড় বোঝা সম্মিলিতভাবে বহন করে বিধায় জামায়াতের জন্য তা বহন করা সহজ হয়। শরীরের যেকোন অঙ্গে ব্যথা লাগলে যেমনি সমগ্র শরীর দিয়ে অনুভব করে তেমনি জামায়াতের যেকোন একজন কর্মীর ব্যথা সকলে অনুভব করেন। জামায়াতের প্রত্যেক সদস্য ভাইবোন ভ্রাতৃত্বের এ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনে যারপরনাই প্রচেষ্টা চালান।

(ঞ) সদস্য ভাইবোনদের আর্থিক কুরবানি হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আয়ের প্রধানতম উৎস। যা আমি পূর্বের প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি। মাসিক সমগ্র আয়ের শতকরা ৫ ভাগ নিয়মিত কুরবানি ছাড়াও প্রয়োজনে এক, দুই, তিন মাসের বেতন পর্যন্ত দিয়ে থাকেন।

(ট) অন্যকে ভালো কথা বলা, ভালো কাজে উৎসাহিত করা, সহযোগিতা করা, কোনটা ভালো তা স্পষ্ট করে তুলে ধরা জামায়াত সদস্যদের নিয়মিত করণীয় কর্তব্য। অর্থাৎ মানবতার পক্ষে, ইসলামের শাশ্বত মুক্তি ও কল্যাণের পথে, শান্তি ও প্রগতির পথে মানুষকে ডাকা তাদের কর্তব্য। সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা, সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ করা তাদের জীবন লক্ষ্যের অন্তর্ভূক্ত। আবার অন্যদিকে মন্দকে মন্দ বলে চিহ্নিত করা, অন্যকে মন্দ থেকে ফিরিয়ে রাখা, মন্দের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা এবং ক্রমান্বয়ে অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। তাই জামায়াতের সকল ভাইবোনেরা সবসময় সত্য ও ন্যায়ের পথে, অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে।

(ঠ) অধ্যয়নের মাধ্যমে মুটিভেশন এর মাধ্যমে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য ভাইবোনদেরকে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়া হয় যে, 'ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়।' দেশপ্রেম, দেশের প্রতি কর্তব্য পালন, দেশের উন্নতি অগ্রগতিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন ইত্যাদি জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সদস্য ভাইবোনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অর্ন্তভূক্ত। দেশের সংবিধান ও আইন মেনে চলা, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সদস্য ভাইবোনদের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এটা তাদের সাংবিধানিক

www.pathagar.com

দায়িত্ব, নাগরিক দায়িত্ব ও নৈতিক দায়িত্ব। জামায়াতের সদস্য ভাইবোনদেরকে এভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয় যে, সকল স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৪) নেতৃত্ব

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সদস্য বা রুকনগণের উল্লেখিত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সবগুলো বর্তমান থাকা জামায়াত নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য প্রাথমিক শর্ত। অর্থাৎ নিয়মিত অধ্যয়ন, ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা, মানবীয় মূল্যবোধে ভূষিত হওয়া, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সমাজের মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন, সর্বমোট মাসিক আয়ের কমপক্ষে শতকরা ৫ ভাগ জামায়াত ফান্ডে দান এবং দেশের সেবায় মন-প্রাণ উৎসর্গ করা জামায়াত নেতাদের জন্য দলীয় গঠনতন্ত্র মোতাবেক বাধ্যতামূলক। 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যার উপর তোমরা নিজেরা আমল করনা'- আলকুরআনের এ সতর্কবাণী জামায়াত নেতৃবৃন্দেকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়।

জামায়াত নেতাগণ কখনও কর্মীদেরকে হুকুম দেননা। নৈতিক প্রভাব ও ভালোবাসা দিয়ে কর্মীদেরকে কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে জামায়াত নেতা ও কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক বস ও অধীনস্থ কর্মচারীর মত নয়, বরং শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা মিশ্রিত ভাই-ভাইয়ের মত।

যদি কারো আচার-আচরণ এবং কথা-বার্তার স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তিনি পদলোভী তাহলে তাকে সে পদে সমাসীন করা হয় না। কারণ পদের প্রতি লোভ সে ব্যক্তি করেন যিনি পদ সম্পর্কে দায়িত্ব সচেতন নন। অথবা পদমর্যাদা অপব্যবহার করে ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধার করবেন। সে কারণে ইসলামী শিক্ষার দাবি অনুযায়ী পদলোভী ব্যক্তিকে জামায়াতের নেতৃত্বের আসন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়।

প্রতিমাসেই সাধারণ সদস্যদের মত নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত কার্যক্রমের রিপোর্ট বৈঠকে পেশ করতে হয়। সেখানে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও স্নেহের পরশে খোলামেলাভাবে দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়াও

www.pathagar.com

যেকোন কর্মী ব্যক্তিগতভাবে নেতাকে তার দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন এবং করে থাকেন। এটা জামায়াতে ইসলামীর নিয়মিত সাংগঠনিক অনুশীলনের অন্তর্ভূক্ত।

অবৈধ উপার্জনে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, অবৈধ সম্পদের মালিক, অন্যের হক বিনষ্টকারী, ইসলামী মৌলিক নীতিমালা অবজ্ঞাকারী কেউ জামায়াতের নেতা হতে পারেন না। এমনকি স্ত্রীর অধিকারের প্রতি উপেক্ষা প্রমাণিত হলে বা অসদাচরণ প্রমাণিত হলে তাকে নেতৃত্বের আসন থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। এপর্যন্ত অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, 'ভাই আরেকটু লিবারেল হতে পারেন না? তাহলে তো আমরাও আপনাদের দলে চলে আসতে পারি। দলটা এত সুন্দর,! এত ভালো!' আমি জিজ্ঞাসা করেছি, লিবারেল হতে বলতে কী বোঝাতে চায়? জবাবে যা পেয়েছি তার মমার্থ হলো আপোসকামিতা, এত কঠোর নীতি-নৈতিকতা অনুসরণ করা যাবে না। তারা বলেন, 'এজন্যইতো আপনাদের এত সময় লাগছে। এভাবে চললে তো কোনদিন ক্ষমতায় যেতে পারবেন না।

আমরা বলে থাকি, কোথায় আপোস করবো? কিভাবে লিবারেল হবো? সততা বিসর্জন দিয়ে? মানবীয় মূল্যবোধ পিছনে ফেলে রেখে? ইসলামী অনুশাসন পরিত্যাগ করে? তাহলে তো ক্ষমতার জন্য ক্ষমতায় যাওয়া হবে। কোনদিন আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে না। আর ঐ ধরনের আপোস করে ক্ষমতায় আরোহণ, হালুয়া রুটি ভাগাভাগি করে খাওয়ার ক্ষেত্রে সফলতা আসতে পারে। দেশ, জাতি, জনগণের জন্য তেমন কোনো অবদান রাখা যাবে না। তাই আমরা অপেক্ষা করবো প্রত্যাশিত গণজাগরণ পর্যন্ত। ইনশাআল্লাহ জনগণ একদিন জাগবেই।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মানুষের দল। ফেরেশতাদের দল নয়। ফলে এখানে ভুল-ত্রুটি, দুর্বলতা থাকবে। আমরা কখনও দাবি করি না যে, আমরা সম্পূর্ণ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে। কিন্তু যখনই ভুল-ত্রুটি বা দুর্বলতা দৃষ্টিগোচর হয় তখনই আমরা সচেতন হই, সজাগ হই। সেই ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে জামায়াতকে মুক্ত করি। এতে যদি কাউকে নেতৃত্বের আসন থেকে সরিয়ে দিতে হয় তাও দেয়া হয়। যদি কারো সদস্য পদ বাতিল করতে হয় তা যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে

www.pathagar.com

তা বাতিল করা হয়। প্রতিমাসে অনেক কর্মী ভাইবোন যেমনি সদস্য তালিকাভূক্ত হন তেমনি মানের অবনতির কারণে কেউ কেউ বৃহত্তর স্বার্থে ইস্তফা দেন। অথবা কারো কারো সদস্যপদ বাতিল করা হয়। এটা জামায়াতের নিয়মিত সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ। তাই জামায়াতের মধ্যে দুর্বলতা থাকতে পারে, অন্যায় কিছু হতে পারে- কিন্তু জ্ঞাতসারে তাকে কখনও প্রশ্রয় দেয়া হয় না বা লালন-পালনও করা হয় না।

এ পর্যন্ত সৎ নেতৃত্বের যে পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, আশা করি তা নিশ্চয়ই সকল বিবেকমান মানুষের কাছে যথার্থ বলে বিবেচিত হবে। পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামীর যে পরিচয় তুলে ধরেছি তাও বাস্তব। এমন নয় যে, বর্তমান সৎ নেতৃত্বের বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে বলে আমি বলার জন্য বলেছি। বরং জামায়াতের এ পরিচয় নেহায়েত তাত্ত্বিক পরিচয় নয় বরং এ পরিচয় বাস্তবধর্মী পরিচয়। শুরু থেকেই জামায়াত উল্লেখিত মাপকাঠিতে পরিচালিত হয়ে আসছে। এজন্য জামায়াতকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে সন্দেহ নেই। আর এটাও সন্দেহ নেই যে এই দীর্ঘ পথ মসৃণ নয়, সহজ নয়। চলার প্রতিটি পদে পদে, প্রতিটি ধাপে ধাপে বহু বাধা-বিপত্তি, সংকট মোকাবিলা করতে হয়েছে। অত্যাচার, অপপ্রচারের নিষ্ঠুর আঘাতে জামায়াতকে ক্ষত-বিক্ষত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও আজ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ যে অবস্থানে সুদৃঢ় হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে আপোসহীনভাবে সত্যনিষ্ঠ দল হিসেবে চলার দৃঢ় অঙ্গীকারের কারণে। জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাইবোনদের কারো কারো জীবন উৎসর্গ, তিলে তিলে ঘাম বিলিয়ে দেয়া এবং সর্বোপরি আল্লাহর অফুরন্ত রহমতের কারণে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। তাই ইনশাআল্লাহ জামায়াত এগিয়ে যাবে একটি সত্যনিষ্ঠ দল হিসেবে।

www.pathagar.com

একটি নিষ্ঠাবান গণতান্ত্রিক দল

ইদানিং দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার কথা বিভিন্ন মহল থেকে বলা হচ্ছে। কথাটি খুবই ন্যায়সংগত ও যুক্তিসংগত। কারণ কোন দলের অভ্যন্তরে যদি গণতন্ত্রের চর্চা না থাকে, তাহলে সেই দলের নেতা, কর্মী ও অনুসারীগণ গণতান্ত্রিক নৈতিকতার অনুসরণ ও পরিচর্যা করতে পারেন না। আর যে দলের নেতা, কর্মী ও অনুসারীগণ গণতান্ত্রিক ব্যবহারে অভ্যস্ত নন, সে দল জনগণকে গণতন্ত্র উপহার দিতে পারে না।

গণতন্ত্র হচ্ছে কতগুলো অভ্যাসের সমষ্টি। যেমন; ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির সম্মান, একজনের মতের প্রতি আরেকজনের শ্রদ্ধা প্রদর্শন, সমষ্টির কাছে ব্যক্তিগত মতামত কুরবানী করা বা বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র চিন্তাকে পরিত্যাগ করা, অপরের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ না করা, নির্বাচনের ফলাফলকে আন্ত রিকভাবে মেনে নেওয়া, দেশ-জাতি ও জনগণের সম্পদ হেফাজত করা ইত্যাদিকে বোঝায়। এছাড়া নিজের মতকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা রোধ করা, এককভাবে সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাধি পরিহার করা, ক্ষমতার অপব্যবহার, দাপট, অহংকার মুক্ত থাকাকেও বোঝায়। পেশীশক্তির ব্যবহার, সন্ত্রাস প্রভৃতি মানবতা বিধ্বংসী অপতৎপরতা সম্পূর্ণ পহির করা গণতন্ত্রের অপরিহার্য দাবি।

যে দল নিষ্ঠার সাথে উল্লেখিত গুণাবলী বা বৈশিষ্টসমূহকে কার্যত অনুসরণ করে চলে, সে দলটিকেই প্রকৃতপক্ষে একটি গণতান্ত্রি দল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। নতুবা, শুধুমাত্র মঞ্চের বক্তৃতা বা কাগুজে ঘোষণা বা মনোরম পরিচ্ছদে ছাপানো মেনিফেস্টো দিয়েই একটি দলকে গণতান্ত্রিক দল হিসেবে বিচেনা করা যায় না।

উল্লেখিত বিবেচনায় আমি অত্র নিবন্ধে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কয়েকটি বৈশিষ্ট সম্মানিত পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরছি।

www.pathagar.com

১. নেতৃত্ব নির্বাচন

একটি দলের নেতৃত্বেই হচ্ছে প্রধান উপাদান। নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি মৌলিক কর্মগুলো নেতৃত্বের মাধ্যমেই সমাধান হয়ে থাকে। অন্যদিকে নেতৃত্বের নির্দেশেই হাজার হাজার, লাখ লাখ অনুসারী দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকেন। এজন্য তারা অনেক কষ্ট পরিশ্রম করেন, কখনো কখনো বিরোধীদের দ্বারা জুলুম নির্যাতনের শিকার হন। এমনকি নেতার নির্দেশে দেশের স্বার্থে সম্পদ ও জীবন পর্যন্ত; ও বিলিয়ে দিয়ে থাকেন।

এত বড় ব্যাপক ও গুরুদায়িত্ব নেতৃত্বের ওপর বর্তায় বলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্ব নির্বাচনের বিষয়টি খুবই যত্নের সাথে এবং সদস্য কর্মীদের চিন্তা চেতনা আত্মস্থ করে সম্পন্ন করে থাকে। জামায়াতের নেতৃত্ব নির্বাচন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে হয়ে থাকে। নিজ মতামত নি:সংকোচ ও স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করার সম্পূর্ণ সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারণারই কোন সুযোগ দেয়া হয় না। কেউ যদি হেন কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়েন, তাহলে তার সদস্যপদ বাতিল করা হয়। যা বড় ধরনের সাংগঠনিক শাস্তি। কোন সদস্য (নারী/পুরুষ) নিজের ভোট নিজেকে দিতে পারেন না। নিজের চেয়ে অপরকে শ্রদ্ধা করা ও গুরুত্ব দেয়ার জন্যই এ ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্বাচন হয় প্রতি ৩ বছর পরপর। দলের প্রধান অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর সারাদেশের সদস্যদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। প্রতি ৩ বছর পরপর এই নির্বাচন হওয়া ম্যান্ডেটারী। আমীরে জামায়াতের নির্বাচন হওয়ার পরপরই কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার নির্বাচন হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার এই নির্বাচন বা গঠন এমনভাবে হয়, যাতে একই সঙ্গে সদস্য সংখ্যায় (নারী/পুরুষ) প্রতিনিধিত্ব হতে পারে, অন্যদিকে জেলার প্রতিনিধিত্বও হয়।

জেলা নেতৃত্ব নির্বাচিত হয় প্রতি ২ বছর পর পর। জেলা আমীর হন সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে এবং জেলা শূরা নির্বাচিত হয় সদস্যদের ভোটে। একইভাবে, প্রতিবছর থানা আমীর ও থানা মজলিশে শূরা নির্বাচিত

www.pathagar.com

হয়। সাধারণত প্রতিবছর জাতীয় নেতা তৈরি হয় না। সেই জন্য জাতীয় নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সময়ের মেয়াদ রাখা হয়েছে ৩ বছর। জেলা পর্যায়ে আরেকটু কম সময়ে নেতৃত্ব সৃষ্টির সুযোগ আছে বিধায় সেখানে নেতৃত্বের মেয়াদ রাখা হয়েছে ২ বছর। আর থানা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে আরো দ্রুত লোক তৈরি হওয়ার সুযোগ রয়েছে বিধায় সেখানে মেয়াদ রাখা হয়েছে ১ বছর। বিভিন্ন পর্যায়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই নেতৃত্বের নির্বাচন সম্পন্ন করা সাংগঠনিকভাবে ম্যান্ডেটারী করা হয়েছে। এর পেছনে বড় দু'টি কারণ অন্তর্নিহিত আছে।

এক. নেতৃত্বের আসনে বসে কেউ যেন একচ্ছত্র অধিপতি না হতে পারে অর্থাৎ যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন বা ইচ্ছা করবেন নেতৃত্বের আসন ধরে রাখবেন, এই স্বৈরাচারী এবং অগণতান্ত্রিক মানসিকতা যাতে কোনভাবেই প্রশ্রয় না পায়। অথবা যোগ্যতা থাক বা না থাক, দলের অভ্যন্তরে পরিবারতন্ত্র চালু হওয়ার পথ যেন বন্ধ থাকে।

দুই. ক্রমান্বয়ে যেন দলের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্বাচন করার অর্থই হলো এই সময়ের মধ্যে যদি বর্তমান নেতার চেয়ে যোগ্য নেতা তৈরী হয়ে যায়, তাহলে সদস্যগণ বা নির্বাচক মন্ডলী যেন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তাদের পছন্দমত লোককে নির্বাচিত করতে পারেন। এতে দলের অভ্যন্তরে যোগ্য লোকের যথার্থ মূল্যায়ণ হয়, গতিশীলতা সৃষ্টি হয় এবং সাথে সাথে সামনে এগিয়ে চলার জীবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি বিশেষের নেক নজরে পড়ার প্রতিযোগিতা দলের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয় না। তোষামোদি, তোয়াজ, ফুলানো-ফাঁপানো, স্তুতি বাক্য ছড়ানোর প্রয়োজন পড়ে না। ফলে জামায়াতে প্রতিটি সদস্যকর্মী আত্মমর্যাদা, ব্যক্তিত্ব ও অধিকার নিয়েই নিঃসংকোচে দলীয় কাজ করে যেতে পারেন।

২. নির্বাচন কমিশন

নেতৃত্ব নির্বাচনের এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয়, জেলা ও থানা পর্যায়ের দলীয় নির্বাচন কমিশন আছে। কমপক্ষে ৩ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের মজলিশে শূরা গঠন করে থাকে। অর্থাৎ

www.pathagar.com

এই নির্বাচন কমিশন গঠন করার এখতিয়ার কেন্দ্রীয়, জেলা বা থানা মজলিশে শূরার। গঠিত হয়ে যাওয়ার পরে নির্বাচন কমিশনগুলো স্বাধীনভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন, আমীরে জামায়াত, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা, জেলা আমীর বা জেলা মজলিশে শূরা নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। মহিলা মজলিশে শূরা নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দায়িত্বও তাদের উপরে। জেলা নির্বাচন কমিশন থানা আমীর, থানা মজলিশে শূরা এবং থানা মহিলা মজলিশে শূরা নির্বাচনের ব্যবস্থা করে থাকে। একইভাবে থানা নির্বাচন কমিশন অধস্তন সংগঠনের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আমীর বা বর্তমান নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করা, চাপ সৃষ্টি করা বা প্রভাব সৃষ্টি করার কোন সুযোগ নেই। তারা তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন। নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা ছাড়া নির্বাচন প্রক্রিয়ার কোন কিছুর জানার সুযোগও তাদের নেই। নির্বাচন কমিশনকে আমীরের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। জবাবদিহি করতে হয় এবং রিপোর্ট পেশ করতে হয় নিজ নিজ মজলিশে শূরার নিকট। জামায়াতের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্যই নেতৃত্ব নির্বাচনের এহেন প্রক্রিয়া দলীয় গঠনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি

জামায়াতের আমীর সদস্যদের (নারী/পুরুষ) প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত দলীয় প্রধান এবং জাতীয় নেতা। ফলে তাঁর অবস্থান নিঃসন্দেহে খুবই শক্তিশালী। তাঁকে দলের নেতা ও কর্মীগণ যেমন শ্রদ্ধা করেন, তেমনি ভালোও বাসেন। তাঁর নির্দেশে হাজার হাজার কর্মী, সদস্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকেন। এতদসত্ত্বেও তিনি কখনো একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন না। জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, যিনি যত বড় নেতা হবেন, তিনি তত বেশী বিনয়ী ও উদার হবেন। দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এরই প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। এত বড় নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনো এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের গঠনতন্ত্র তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি। অন্যদিকে তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য সেই মনোবৃত্তি থেকে তাঁকে মুক্ত রাখে। নিম্নোক্ত গঠনতান্ত্রিক ফোরামগুলোতে আলোচনা করে আমীরে জামায়াতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়-

www.pathagar.com

ক. কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সাথে পরামর্শ করে এই নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়। ১৫ সদস্যবিশিষ্ট্য এই নির্বাহী পরিষদের সাথে আলাপ করে আমীরে জামায়াত দৈনন্দিন বা নিয়মিত কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। মাসে কমপক্ষে একটি নিয়মিত বৈঠক হয়ে থাকে। প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে এই নির্বাহী পরিষদের বৈঠক মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হয়। যেমন, ২০০৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারী পর্যন্ত এই নির্বাহী পরিষদের প্রায় ১৩টি জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ উদ্ভুত পরিস্থিতিতে দলীয় ভূমিকা নিরুপণের জন্য আমীরে জামায়াত এককভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে প্রতিটি সিদ্ধান্ত নির্বাহী পরিষদের সাথে আলোচনা করে গ্রহণ করেছেন।

খ. কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ

নীতি নির্ধারণী নয়, অথচ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য আমীরে জামায়াত এ পরিষদের বৈঠক ডাকেন। দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি ৩ মাসে ৫০ সদস্যের এই কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠক করা ম্যান্ডেটারী। তবে ঐ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে এ পরিষদের বৈঠক যে কোন সময় ডাকা হয়ে থাকে। যেমন- ২০০৬ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এই ধরনের বৈঠক তিন-এর অধিক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের বৈঠক ডাকার ব্যাপারে আমীরে জামায়াতকে কখনো চাপাচাপি করতে হয় না। তিনি তাঁর দায়িত্বানুভূতি থেকেই এ ধরনের বৈঠক ডেকে থাকেন। উল্লেখ্য যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের উক্ত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ দলের পার্লামেন্টারী বোর্ড হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে থাকে। কাকে দিয়ে কোথায় নির্বাচন করানো হবে, এই বোর্ড তা চূড়ান্ত করে।

গ. মজলিশে শূরা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাজেট অনুমোদন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি কাজসমূহ সম্পাদন করার জন্য কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা গঠিত হয়। যার গঠন কাঠামো পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ২০৩। জামায়াতের

www.pathagar.com

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বছরে দু'বার কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সাধারণ অধিবেশণ অনুষ্ঠিত হওয়া ম্যান্ডেটারী। প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত যা বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এখানে বিষয় বস্তুর উপর সদস্যগণ তাদের খোলামেলা মতামত প্রকাশ করেন। নিজের মতামত নিসঙ্কোচে ব্যক্ত করার জন্য সদস্যগণ শপথ নিয়ে থাকেন। কে পছন্দ করল, কে করল না অথবা কোন মত কার পক্ষে বা বিপক্ষে গেল তার উপর ভিত্তি করে কখনও মতামত প্রদান করা হয় না। যা আন্দোলনের জন্য কল্যাণকর, যা আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অপরিহার্য বিবেচনা করা হয় তার আলোকেই মতামত প্রদান করা হয়। আমীরে জামায়াত, সকল নেতৃবৃন্দ, সকল পর্যায়ের সংগঠন, সকল সদস্যবৃন্দ (নারী/পুরুষ) মজলিশে শূরা কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত মেনে চলেন। এককভাবে কেউই এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন না। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হলে মজলিশে শূরার অধিবেশন ডেকেই তা করতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়াও মজলিশে শূরা নেতৃত্বের সংশোধনের কাজও করে থাকে। দলীয় প্রধান থেকে শুরু করে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে যদি কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি তা সংশোধন করা সম্ভব না হয় তাহলে যে কোন সদস্য মজলিশে শূরার অধিবেশনে সংশ্লিষ্ট নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট নেতা হয় বিষয়টির ব্যাখ্যা দেবেন অথবা সত্যিকার ত্রুটি হয়ে থাকলে দৃষ্টি আকর্ষণ মেনে নেবেন এবং ত্রুটি সংশোধনের জন্য সকলের সামনে প্রতিশ্রুতি দেবেন।

একইভাবে জেলা ও থানা পর্যায়েও মজলিশে শূরা রয়েছে। উক্ত মজলিশে শূরাসমূহ সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের (নারী/পুরুষ) প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। কেন্দ্রীয় সংগঠনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নই হচ্ছে অধস্তন সংগঠনসমূহের মজলিশে শূরার দায়িত্ব কর্তব্য। অর্থাৎ অধস্তন সংগঠনসমুহের নেতৃবৃন্দও পরামর্শের ভিত্তিতেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। একক কর্তৃত্ব আধিপত্য বিস্তারের কোন সুযোগই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কাউকে দেয় না। জেলা, থানাসহ সকল সাংগঠনিক পর্যায়ে দৈনন্দিন কার্যসম্পাদনের জন্য কর্মপরিষদ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট মজলিশে শূরাই এ কর্মপরিষদ গঠন করতে আমীরকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

৪. পরামর্শ

পরামর্শ দেয়া এবং নেয়া হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রাণ। আর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরামর্শ নেয়া এবং দেয়াটাকে সাংগঠনিক বা দলীয় কালচারে পরিণত করেছে। পরামর্শের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তগুলো হয়, তা বাস্তবায়নে যে শক্তি অনুভূত হয়, এককভাবে নেয়া সিদ্ধান্তের তা অনুভূত হয় না। পরামর্শের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তকে প্রত্যেকে তার নিজের সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন। ফলে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সকলের মধ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটে। কর্মী ভাই-বোনেরা এক্ষেত্রে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে ওঠেন। এজন্যে ইসলামী সাংগঠনিক আচরণ বিধিতে পরামর্শকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামী দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ইসলাম প্রদত্ত সেই নীতিমালা অনুসরণ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

৫. আনুগত্য ও শৃংঙ্খলা

অনেকে না জেনে না বুঝে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে একটি রেজিমেন্টেড পার্টি বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। জামায়াতের অভ্যন্তরে যে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও অভূতপূর্ব আনুগত্যের পরিবেশ বিরাজমান তার মূল কারণ হলো দলের অভ্যন্তরের নির্ভেজাল গণতন্ত্রের চর্চা। জামায়াতের নেতা হচ্ছে নির্বাচিত, অন্যদিকে কর্মী সদস্যগণ পায় যথার্থ মূল্যায়ন। সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতকে দেয়া হয় প্রাপ্য মর্যাদা। ফলে পরস্পরের মধ্যে গড়ে ওঠে হৃদ্যতাপূর্ণ ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। এজন্য একদিকে বিরাজ করে শৃঙ্খলার পরিবেশ, অন্যদিকে গড়ে ওঠে আনুগত্যের অনন্য দৃষ্টান্ত যা রেজিমেন্টেড নয় বরং স্বতস্ফূর্ত। যা চাপিয়ে দেয়া নয়। বরং আন্তরিকতার নির্যাস।

৬. নেতৃত্বের সংশোধন প্রক্রিয়া

গণতন্ত্র একপেশে কোন বিষয় নয়। গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তি যেমনি ভোগ করে তার অধিকার তেমনি অন্যের প্রতিও তাকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রত্যেকে যদি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, তাহলে কাউকে তার অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে হয় না। যেখানে দায়িত্ব পালনে ব্যাত্যয় ঘটে, সেখানে কারও না কারো অধিকার বিনষ্ট হয়। অথবা

www.pathagar.com

কেউ যদি তার দায়িত্বের বাইরে অতিরিক্ত কিছু করার চেষ্টা করেন বা বাড়াবাড়ি করেন, তাহলেও সংগঠনের অভ্যন্তরীণ সংহতি বিনষ্ট হয়। তাহলে এর থেকে বাঁচার উপায় কি? এর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হিসেবে সংগঠনের অভ্যন্তরে একে অন্যের সংশোধনের প্রক্রিয়া অবশ্যই থাকতে হবে। অর্থাৎ নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে, দায়িত্ব পালনের নামে অতিরিক্ত কিছু করলে বা বাড়াবাড়ি করলে তাৎক্ষণিকভাবে তা ধরিয়ে দিতে হবে। এজন্য থাকতে হবে কথা বলার স্বাধীনতা, অধস্তনকে আলিঙ্গন করে নেয়ার উদার মানসিকতা, থাকতে হবে পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ ও ভালোবাসা। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংগঠনিক পরিমণ্ডলে যার সবটুকু বিরাজমান। সে কারণে জামায়াতের সদস্য কর্মীগণ উপভোগ করেন উদার গণতান্ত্রি পরিবেশ। নেতৃত্বের ত্রুটি দূর করতে না পারার যন্ত্রণা নিয়ে তাদেরকে দলের কাজ করতে হয় না। অন্যদিকে বলতে গেলে একরাশ ক্ষোভ নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে কথা বলতে বাধ্য হন না।

নামাজে ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে যেভাবে মুসল্লীগণ অকৃত্তিমভাবে ইমামকে অনুসরণ করেন, এখানে তারই প্রতিফলন ঘটে। ইমাম সাহেবও একইভাবে সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেন বিধায় তা সম্ভব হয়।

৭. জাতীয় নির্বাচনে নোমিনী/প্রার্থী চূড়ান্ত করার পদ্ধতি

সাধারণত দেখা যায়, যারা নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান তারাই দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের দ্বারে দ্বারে ধর্না দেন। পেপার কাটিং, নেতৃবৃন্দের সাথে তোলা ছবি, জীবন বৃত্তান্ত ইত্যাদি নিয়ে নিজের পরিচয় নিজেই দেন। এরপর দলীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে পার্লামেন্টারী বোর্ড এর পক্ষ থেকে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। দৃশ্যমান এটাই প্রার্থী বাছাই করার প্রক্রিয়া। সাধারণত দেখা যায় ঘোষিত প্রার্থী ছাড়া অন্য সকলেই থাকেন অসন্তুষ্ট। পরবর্তীকালে এসব ব্যক্তিদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে ম্যানেজ করা হয়। আবার কোথাও কোথাও তাদের ম্যানেজ করাও সম্ভব হয় না। ফলে তারা বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়-যা দলের জন্য সমূহ বিপদ হয়ে পড়ে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রার্থী বাছাই'র পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেউ নিজে নিজেকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিতে পারেন না। এজন্য যাকে

www.pathagar.com

দিয়ে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাকে জামায়াত প্রার্থী বলে না, নমিনী বলে। অর্থাৎ যাকে নমিনেশন দেয় হয়েছে। নমিনী বাছাই করার জন্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক সদস্যের টিম নির্বাচনী এলাকায় সফর করেন। সেখানে ইউনিট সভাপতি, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সভাপতি এবং নির্বাচনী এলাকার সকল সদস্যগণকে একত্র করা হয়। সেখানে উপস্থিত সকলে যার যার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যোগ্য ব্যক্তির নাম সাদা কাগজে লিখে দেন। কেন্দ্রীয় টিম তা স্বযত্নে কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতির নিকট পৌঁছে দেন। সফরের সময় উক্ত টিম জেলা শূরার মতামতও সংগ্রহ করেন। এরপর নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে প্রাপ্ত সকল ধরনের মতামত বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন করা হয়। মতামতের মধ্যে যাদের নাম বিবেচনায় আসে, তাদের চারিত্রিক মান, সততা ও বিশ্বস্ততা এবং জনগণের সাথে সম্পর্কের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে যাচাই-বাছাই করা হয়। নির্বাচন পরিচালনা কমিটি এভাবে যার পক্ষে সর্ব সম্মতভাবে একমত হয়, তার নাম সম্মানিত আমীরে জামায়াতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্টারী বোর্ডের বৈঠকে পেশ করা হয়। সেখানে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য উপস্থিত করা হয়। অতঃপর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে নমিনীর নাম চূড়ান্ত করা হয়। অর্থাৎ, প্রার্থী বা নমিনী চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে গ্রাম সংগঠন থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সংগঠন পর্যন্ত দায়িত্বশীল কর্মী, সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের মতামত প্রতিফলিত হয় বলে সিদ্ধান্তটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। এখানে দেন দরবার, লবিং বা তদবিরকে মোটেই প্রশ্রয় দেয়া হয় না। এই সিদ্ধান্তকে সকলে তাদের নিজের সিদ্ধান্ত মনে করে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন এবং নোমিনীকে বিজয়ী করার জন্য এক নিষ্ঠভাবে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এভাবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দলের অভ্যন্তরে একনিষ্ঠভাবে গণতন্ত্র চর্চা করে আসছে। এজন্য জামায়াতকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অব্যাহতভাবে মোটিভেশন করতে হয়। চিন্তার ঐক্য-সৃষ্টি এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিরামহীন প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ কাজ নিঃসন্দেহে কষ্টসাধ্য, কিন্তু অসম্ভব নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিবেদিত প্রাণ সদস্য কর্মীদের নিয়ে গঠিত দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষে যা সম্ভব হচ্ছে।

---

www.pathagar.com

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com